দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... SEP. 5 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪ .....

03

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে অপারেশন চার্জ থেকে শুরু করে সকল ব্যয় বৃদ্ধি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উক্ত হাসপাতালের প্রায় অর্ধেক শয্যা খালি পরে থাকছে এবং সরকার বা কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে সূত্র উল্লেখ করে। সূত্র জানায়, আগে যেখানে অপারেশন করাতে কোন চার্জ ছিল না, সেখানে এখন গ্রেড ও মানভেদে ওটি (OT) ভাড়াসহ অপারেশন চার্জ করা হয়েছে ৬০০০ টাকা (অপারেশন চার্জ ৪০০০ ও OT charge ২০০০), সাড়ে ৩০০০, ২৪০০, ২০০০, ১০০০, ৭০০ টাকা। লেপারোস্কপিক সার্জারিতে অপারেশন চার্জ ৩৫০০ টাকা এবং OT চার্জ করা হয়েছে ৪৫০০ টাকা। কার্ডিওলজি বিভাগের যেখানে কোনরকম টাকা লাগত না, এখন ইসিজি ১০০ টাকা, ইকোকার্ডিওগ্রাম ৫০০ ও ১২০০ টাকা, ইটিটি ১০০০ টাকা এবং সিসিইউ বেড প্রতিদিনের জন্য ৩০০ টাকা করা হয়েছে। কেবিন ও খাদ্যের মূল্যও বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্পেশাল কেবিন ভাড়া ৪১৫ টাকার স্থলে ১০০০ টাকা, জেনারেল কেবিন ভাড়া ১১০ টাকার স্থলে ৪০০ টাকা এবং খাদ্য মূল্য প্রতিদিন প্রতি রোগীর জন্য ১০০ টাকা করা হয়েছে। আইসিইউ'র বেড ভাড়া শূন্য থেকে ১০০০ টাকা করা হয়েছে। বহির্বিভাগীয় রোগী দেখার টিকেট মূল্য ৩ টাকার স্থলে ১০ টাকা করা হয়েছে। দাঁত উঠানোর জন্য শূন্য টাকার স্থলে ১০০ টাকা করা হয়েছে। একজন চিকিৎসক জানান, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া এখন সোনার হরিণ পাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এত বেশী ব্যয়ভার বহন করতে পারবে না বিধায় তারা এই হাসপাতালে আসছে না। শুধু বিত্তবানদের জন্য এই হাসপাতাল করা হয়েছে। উক্ত হাসপাতালের একাধিক রোগী জানান, বিভিন্ন চার্জ বাড়লেও সুযোগ-সুবিধা তেমন বাড়েনি। খাওয়ার মানও তেমন নয়। ডাক্তারদের ডেকে ডেকে এনে রোগী দেখাতে হয়। অনেক সময় ডাক্তার পাওয়াই যায় না। অপারেশন রোগীর জন্য বিরাট ওষুধের তালিকা ধরিয়ে দেয়া হয়। যা কিনতে রোগীর ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সূত্র জানায়, সম্প্রতি নোটিশ জারির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব চার্জ বৃদ্ধি করেছে। চার্জ বৃদ্ধির ফলে হাসপাতালের অনেক বেড খালি পড়ে থাকছে। গরীব শ্রেণীর মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ চার্জ কিছু হ্রাস করা হলে অনেকের জন্যই সহনীয় হবে। কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে বাস্তবসম্মত কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে ভুক্তভোগী রোগীদের আশাবাদ। এছাড়া এসব চার্জ বৃদ্ধির পেছনে বাস্তব কোন যুক্তি থাকলে তা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে জনগণকে জানানো উচিত।